উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্তা

৫ম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

প্রধান উপদেষ্টা
তপন কুমার ঘোষ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

উপদেষ্টা
শামস আল মুজাদ্দিদ
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও লজি:)

মুর্শিদা বেগম
সিস্টেম এনালিস্ট

মোহাম্মদ রুকুনুদ্দীন সরকার
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মনিটরিং)

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন)

প্রসঙ্গ-কথা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হয়। প্রণীত সংবিধানের ১৭ (গ) অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার অঙ্গীকার রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের লক্ষ্যে ৬৪ জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা কার্যক্রম চালু করেছে। এই সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৩.৯%। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ অপরিহার্য। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো দেশের সর্বত্র শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত নিরক্ষর মানুষদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্তায় বাস্তবায়িত কতিপয় কার্যক্রমের প্রতিফলন রয়েছে।

এ সংখ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০) উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে-বিভিন্ন দিবস উদযাপনের আওতায় ১৭ মার্চ/২০২০ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনের বিভিন্ন কর্মসূচি। নিয়মিত সংবাদের মধ্যে রয়েছে- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, যোগদান, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, পেনশন এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্যাদি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্তা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সরকারের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচার করে থাকে। সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত, তথ্য/লেখা প্রেরণ ও পরামর্শ আমাদের প্রকাশনাকে আর ও সমৃদ্ধ করবে।

ডেপুটি স্পিকার মহোদয় কর্তৃক গাইবান্ধা জেলায় চলমান মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর ২য় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর ২য় পর্যায়ে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় ১ম ব্যাচে ৩০০ জন শিক্ষক ও ১০ জন সুপারভাইজারের ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী (০৫-০১-২০২০ হতে ০৯-০১-২০২০) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, সাঘাটা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গত ০৫/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ শাকিল আহমেদ। অনুষ্ঠানে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, গাইবান্ধা এর সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মেহেদী আক্তার ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম জেলায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন কর্তৃক বিএলপি-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় শিক্ষক/সুপারভাইজার এর বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রৌমারী উপজেলা পরিষদের উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শেখ আব্দুল্লাহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আল ইমরাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারী কুড়িগ্রাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কুড়িগ্রামের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মোশফিকুর রহমান। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সাক্ষরতা কর্মসূচিতে সর্ব প্রথম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। সাক্ষরতা কার্যক্রম জোরদার করতে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ আইন-১৯৭৩, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৯০, পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষার পাশাপাশি মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) কর্মসূচির বিভিন্ন ভালো দিক তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, রৌমারী উপজেলায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে ২১,৬০০ বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রৌমারীর এই কর্মসূচিতে ৩৬০ টি শিখন কেন্দ্রে ৭২০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন, তিনি রৌমারীকে সকলের সহযোগিতা নিয়ে নিরক্ষরমুক্ত উপজেলা ঘোষণা করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে গড়ার অঙ্গিকার করেন।

জেলা প্রশাসক, রংপুর কর্তৃক রংপুর জেলায় চলমান মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন

গত ২০/১/২০২০ তারিখে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় রংপুরের কাউনিয়া উপজেলায় সুপারভাইজার ও শিক্ষকদের ৫ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক রংপুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনোয়ারুল ইসলাম মায়া, উপজেলা চেয়ারম্যান কাউনিয়া, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোছাঃ উলফৎ আরা বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউনিয়া, জেলা প্রশাসক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সরকারের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির কথা সভায় তুলে ধরেন।

মাগুরা জেলায় চলমান মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর ২য় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সংবাদ

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ২য় পর্যায়, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার শিক্ষক, সুপারভাইজারদের ৫ দিনব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। স্থানঃ নাকোল সম্মিলনী ডিগ্রী কলেজ, শ্রীপুর, মাগুরা।

মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'র ২য় পর্যায়ের ৫দিন ব্যাপি (০৯/০২/২০২০ হতে ১৩/০২/২০২০) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন জনাব মুন্সী মোখলেসুর রহমান, অধ্যক্ষ, নাকোল সম্মিলনী ডিগ্রী কলেজ, মাগুরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মাগুরা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সরোজ কুমার দাস। প্রশিক্ষণটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জনাব মোক্তাদুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট (প্রশিক্ষণ), মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা। প্রশিক্ষণটিতে ৬৪০ জন শিক্ষক ও ১৬ জন সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন।

উদ্ভাবনী ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা

গত ১৪/০১/২০২০ তারিখে উদ্ভাবনী ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে এক কর্মশালা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার, ইনোভেশন টিম, উশিব্যু। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে চলমান গতানুগতিক কাজের ধারাকে পরিমার্জন করে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর পদ্ধতিই হচ্ছে ইনোভেশন। এই কর্মশালার মাধ্যমে বর্তমান সেবাদান পদ্ধতিকে কিভাবে আরও সহজীকরণ করে জনগণের দার গোড়ায় পৌঁছানো যায় তার ব্যবস্থা করা। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী জনবান্ধব সেবা পদ্ধতি চালু করতে আগ্রহী। তিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর করতে চান। জনাব মুর্শিদা বেগম, সিস্টেম এনালিস্ট, উশিব্যু বলেন- সরকারের প্রদত্ত সেবাকে দেশের নাগরিকের কাছে দ্রুততম সময়ে সহজে পৌঁছে দেওয়ার অভিনব পদ্ধতিকে সহজ উপায়ে অল্প সময়ে স্বল্প খরচে প্রদানের উপায় নির্ধারণের পদ্ধতিকে উদ্ভাবনী বলা হয়।

কর্মশালার প্রধান অতিথি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ বলেন-ইতোপূর্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র কার্যক্রম তেমন ছিল না বিধায় উদ্ভাবনী কার্যক্রম তেমনভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। অনতি বিলম্বে NFEDP পাস হলে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হবে। তখন পুরোপুরি ইনোভেশন কার্যক্রম শুরু করা যাবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ইনোভেশন কার্যক্রম তুলে ধরে মহাপরিচালক বলেন, (১) মাগুরা জেলায় পারিবারিক সাক্ষরতা কার্যক্রম-পাইলটিং শুরু করা হয়েছে; (২) সুবিধা বঞ্চিতদের জানালা- উদ্বোধন করা হয়েছে; (৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ফুলের বাগান করা হয়েছে; এছাড়া (৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২০১৯-২০২০ সালের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ১৩টি ক্ষুদ্র প্রকল্প-(SIP) হাতে নেয়া হয়েছে। এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও মুজিববর্ষ উদযাপন

১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মনিটরিং) জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ (যুগ্ম-সচিব)।

ঢাকা বিভাগীয় ইনোভেশন সভা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিষয়ক সংবাদ

ইনোভেশন টিমের সদস্য-সচিব জনাব মুর্শিদা বেগম, সিস্টেম এনালিস্ট, উশিব্যু

গত ২৭/০২/২০২০ তারিখ ঢাকা বিভাগীয় ইনোভেশন সভা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যুরোর সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনোভেশন সদস্য-সচিব জনাব মুর্শিদা বেগম। সভায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা, নরসিংদী, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ জেলার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক জেলা তাদের স্ব স্ব ইনোভেশন আইডিয়া উপস্থাপন করেন। মহাপরিচালক মহোদয় সকল জেলার ইনোভেশন আইডিয়া শোনেন এবং আইডিয়াগুলোর সবল ও দুর্বল দিক তুলে ধরেন। ঢাকা বিভাগের জেলা সমূহের ইনোভেশন আইডিয়াগুলো হচ্ছে: নারায়ণগঞ্জ-'এসো সবাই মিলে শিখি', নরসিংদী-'আইসিটি বেইজড মনিটরিং', মানিকগঞ্জ-'আইসিটি বেইজড উপানুষ্ঠানিক শিখণ কেন্দ্র', ঢাকা জেলার 'আমার গ্রাম কমিটি' নামক আইডিয়াগুলো বাস্তবায়নের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাকি জেলাগুলো রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলাকে অনতিবিলম্বে ইনোভেশন আইডিয়া প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)-এর জিও-এনজিও সভা (০৪ মার্চ, ২০২০)

গত ৪/০৩/২০২০ তারিখ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্পর্কিত জিও-এনজিও সমন্বয় সভা মার্চ/২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যুরোর পরিচালক (পরিকল্পনা ও মনিটরিং) জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ (যুগ্ম-সচিব)। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। সভায় প্রধান অতিথি বলেন, ১ম পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নে যে সকল ভুল-ত্রুটি হয়েছে সেগুলোকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে, পুনরায় যেন সে ভুল না হয়। মহাপরিচালক আরো বলেন, প্রোগ্রাম শুরু থেকেই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা করতে হবে। জেলার এমপি (সংসদ সদস্য), উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। শিক্ষক, সুপার-ভাইজার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের অবহিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক হওয়ার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের গ্রেড-১১ থেকে ১৬ বেতন স্কেলের কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, ২য় ব্যাচ (০৮/০২/২০২০ হতে ১২/০২/২০২০) সংক্রান্ত সংবাদ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২য় ব্যাচের ০৮/০২/২০২০ হতে ১২/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের গ্রেড-১১ থেকে ১৬ বেতনস্কেলের কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ০৫ দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ব্যুরো'র সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যুরো'র পরিচালক (পরিকল্পনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন) জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে কোন প্রশিক্ষণই মানুষের জানার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান মানুষের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ থেকেই নতুন তথ্য সংযোজন হয়, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখা যায়। এই প্রশিক্ষণে যে বিষয়বস্তুগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্র দপ্তরের কর্মচারীদের খুবই উপকারে আসবে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সমূহ: (১) দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ, (২) পেনশন ও আনুতোষিক, (৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক), (৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, (৫) সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, (৬) উশিব্যু পোর্টাল পরিচিতি ও ব্যবহার, (৭) সিটিজেন চার্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (৮) ই-ফাইলিং (৯) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, (১০) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও (১১) সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ২০১৮ ইত্যাদি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ২য় ব্যাচ (০৯-১৩ মার্চ, ২০২০) সংক্রান্ত সংবাদ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ২য় ব্যাচের ০৯/০৩/২০২০ হতে ১৩/০৩/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক পাঁচ (৫) দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন ব্যুরো'র সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যুরো'র পরিচালক (পরিকল্পনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন) জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে কোন প্রশিক্ষণই মানুষের জানার অভিজ্ঞতাকে আরো প্রশস্ত করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ থেকেই কিছু না কিছু নতুন বিষয় জানা যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখা যায়। এই প্রশিক্ষণে যে বিষয়বস্তু গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের উপকারে আসবে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সমূহ: (১) দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ, (২) পেনশন ও আনুতোষিক, (৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক), (৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, (৫) সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, (৬) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক), (৭) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, (৮) সরকারি আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯, (৯) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও(১০) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ ইত্যাদি ।

সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (১৪-১৫ মার্চ, ২০২০)

গত ১৪/০৩/২০২০ হতে ১৫/০৩/২০২০ তারিখ ২ দিনব্যাপী সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যুরো'র পরিচালক (পরিকল্পনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন) জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ। প্রধান অতিথি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে ঘোষণা করার অঙ্গীকার করেছেন। সে প্রেক্ষিতে সরকারের বর্তমান সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচিগুলো হচ্ছে-বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), শুদ্ধাচার (NIS), ইনোভেশন ও ডিজিটাল সেবা পদ্ধতি চালুকরণ, পেনশন সেবা সহজীকরণ, ছুটি সেবা সহজীকরণ প্রভৃতি। এই প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের চলমান কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে বলে আশা করা হয়। ইনোভেশন কমিটির সদস্য-সচিব ও ব্যুরোর সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মুর্শিদা বেগম প্রশিক্ষণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা সমূহ অংশ গ্রহণকারীদের অবহিত করেন।

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. অমীতাভ চক্রবর্তী, উপ-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। তিনি প্রশিক্ষণে ইনোভেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি আরো বলেন, চলমান সেবা সমূহের জটিলতা নিরসন করে সেবা প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করার নামই সেবা সহজী করণ।

সেবা সহজিকরণের বিবেচ্য বিষয়:
(১) দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন;
(২) দায়বদ্ধতা;
(৩) নৈতিকতা;
(৪) কোয়ালিটি

ইনোভেশনের ধারণা
১। সমস্যা সমাধানের নতুন কোন পথ (বিকল্প পথ) বের করাই ইনোভেশন;
২। অনেক কিছুর কানেকশন হচ্ছে ইনোভেশন;
৩। আইডিয়া বাস্তবায়ন হচ্ছে ইনোভেশন;
৪। নলেজ থেকে উৎপত্তি হয় অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা বাস্তবায়ন হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি, ক্রিয়েটিভিটির সুফল হচ্ছে ইনোভেশন। ইনোভেশন একটি চলন্ত প্রক্রিয়া। ইনোভেশনে কোয়ালিটি অবশ্যই থাকতে হবে। কোয়ালিটি বৃদ্ধি করতে হবে, টাইম কস্ট এবং ভিজিট কমাতে হবে। কোন কিছুর মোডিফিকেশন কপিও ইনোভেশনের আওতাভুক্ত।

ইনোভেশন স্টেজ ৭টি:
১. Exploring opportunities and challenges
২. Generating Ideas.
৩. Developing and testing.
৪. Making the case.
৫. Delivering and Implementing
৬. Growing Scalling and Spreading.
৭. Changing System.

ইনোভেশনের সর্বশেষ ধাপ :
ক) স্ব-মূল্যায়ন
খ) অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন
গ) রেপলিকেশন (বাস্তবায়ন)

হোটেল সাইমনে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এর কারিকুলাম চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা (০১ মার্চ, ২০২০)

গত ০১/০৩/২০২০ তারিখ রোজ রবিবার পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম' এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়'এক্সিলারেটেড এডুকেশন মডেল সিলেবাস ও শিক্ষক নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ শীর্ষক' দিনব্যাপী কর্মশালা হোটেল সাইমন, কক্সবাজার এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এমপি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মকান্ডের ১ম ধাপ হিসেবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালাটি সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বাস্তবায়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বলেন, সেকেন্ড চান্স এডুকেশনের সিলেবাসের সাথে ভোকেশনাল কিছু ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। ভোকেশনাল এডুকেশনযুক্ত করতে পারলে এ শিক্ষা আরও গুরুত্ব বহন করবে। প্রধান অতিথি সারা দিনব্যাপী এই কর্শশালার অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ সহকারে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন। কর্মশালাটি আয়োজন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক ইস্পেশালাইজড এজেন্সি আই.ই.আর। কর্মশালাটি আয়োজনে সহায়তা করেন DPDS সংস্থা। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আই.ই.আর এর পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আক্তার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (PEDP-4) জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত, ডা. ফারজানা আরজুমান্দ বানু , উপ-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ, পরিচালক (পরিকল্পনা, মনিটরিংও মূল্যায়ন) ও প্রকল্প পরিচালক সেকেন্ড চান্স এডুকেশন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ১৫ জন কর্মকর্তা, সেকেন্ড চান্স এডুকেশনের টি.এ টিমের সদস্যগণ, SA টিমের সদস্যগণ। সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রামে NCTB এর সিলেবাস ও পাঠ্যবই অনুসরণ করা হবে। NCTB তে ১ম শ্রেণির জন্য পাঠদানের সময়সীমা ১ বছর। কিন্তু সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এ পাঠদানের সময়সীমা হচ্ছে ৬ মাস। এক্সিলেরেটেড পদ্ধতির মাধ্যমে NCTB এর সিলেবাসটিকে ৬ মাসে আনয়ন করা হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য 'রূপকল্প ২০২১' এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্বত্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। ঐতিহ্যগত ভাবে লব্ধ এবং বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রণীত আইনকানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূলকরা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি কৌশল দলিল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচারের ধারণা:

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত সমন্বিত রূপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন, যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাতযথা রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন আইনকানুন নিয়মনীতি। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ :

বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ এর নাগরিক বৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ও হবে দুর্নীতিমুক্ত শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং তা অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল:

(১) মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);
(২) মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
(৩) মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ)
(৪) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ)
(৫) নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)
(৬) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ)
(৭) প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)
(৮) কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)

এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নে যৌক্তিক ভিত্তি:

তত্ত্বগতভাবে বলা চলে যে, উল্লিখিত আইনকানুন ও প্রথা পদ্ধতি এবং উন্নয়ন উদ্যোগ দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে এগুলির মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন আইন ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনও এখানে বড় বাধা। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। অতীতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম এত বিশাল এবং বিপুল ছিল না; সম্প্রতি কেবল সরকারি খাতই নয়, এনজিও খাত ও বেসরকারি খাতেও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিপুল প্রসার ঘটেছে। এ সকল কর্মকান্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ঘটেছে এবং পূর্বেকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এবং লোকবলের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কষ্টকর হয়ে পড়েছে; সরকারি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের দুর্নীতির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে লোকজনের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতাও বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেছে; এরই সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসেবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে; অরাষ্ট্রীয় হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২. জাতীয় সংসদ
৩. বিচার বিভাগ
৪. নির্বাচন কমিশন
৫. অ্যাটর্নি জেনারেল
৬. সরকারি কর্ম কমিশন
৭. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৮. ন্যায়পাল
৯. দুর্নীতি দমন কমিশন
১০. স্থানীয় সরকার

অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. রাজনৈতিক দল
২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ
৪. পরিবার
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৬. গণমাধ্যম

সরকারি দফতর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অতি সহজে বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভূমি রেকর্ড, পুলিশের সাধারণ ডায়েরি, কারখানার মূল্য সংযোজনের হিসাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা পরীক্ষার বিষয় এ সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি উৎপাটন করতে সক্ষম। সরকার তাই মনে করে যে, সরকারি দফতরে অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব করে তুলেছে। সেজন্য দুর্নীতি দমন অধিকতর কার্যকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'তেও বর্তমান সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়িত হচ্ছে : শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১টি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি- মহাপরিচালক উশিব্যু, ফোকাল পয়েন্ট- পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং কমিটির সদস্য, জনাব রিপন কবির লস্কর, উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)। কমিটি প্রতি ৩ মাসে একটি করে সমন্বয় সভা করেন। সভায় অত্র দফতরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ ছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বৎসর একজন কর্মকর্তা এবং একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো শুদ্ধাচার চর্চায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:-

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকাল ৯টায় উপস্থিতি এবং বিকেল ৫টায় অফিস ত্যাগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান গেটে ১টি ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজ নিজ কক্ষে যান।

গ) ব্যুরো'র নীচতলায় প্রবেশ পথের পার্শ্বে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। যা প্রতিদিন খোলা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নীচতলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতিটি দেয়াল এবং প্রবেশ পথে দুর্নীতিমুক্ত এবং নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন রকমের স্টিকার লাগানো হয়েছে।

জনাব রিপন কবির লস্কর
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) উশিব্যু।
সদস্য নৈতিকতা কমিটি

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর প্রকল্প পরিচালকের বদলি সংক্রান্ত সংবাদ

জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্ম-সচিব) গত ০৮/০৫/২০১৯ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগ দান করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের একজন সদস্য, তাঁর পরিচিতি নম্বর-৫২৮০। তিনি ০৮/০৫/২০১৯ তারিখ হতে ১৯/০৩/২০২০ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তিনি অবসর (পিআরএল) জনিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদে যোগদানের নিমিত্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো হতে ১৯/০৩/২০২০ তারিখে অবমুক্ত হয়েছেন। বিএনএফই পরিবার তাঁর পরবর্তী অবসর (পিআরএল) জীবনের সাফল্য কামনা করে।

সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ এর পেনশন সংক্রান্ত সংবাদ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ চাকুরী জীবনের অবসান ঘটিয়ে অবসর গ্রহণের লক্ষ্যে গত ০১/০২/২০১৮ তারিখে পিআরএল-এ যান। গত ০১/০২/২০১৯ তারিখে তার পিআ-রএল সমাপ্ত হয়েছে। জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, সহকারী পরিচালক এর নিজ জেলা নেত্রকোনা। তিনি গত ১২/০৫/১৯৯৪ হতে ০১/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ২৫ বৎসর সন্তোষ জনক ভাবে চাকুরী করেছেন। গত ২৩/০১/২০২০ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ তাঁর হাতে পেনশনের মঞ্জুরীপত্র হস্তান্তর করেন। বিএনএফই পরিবার তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছে ।

মোঃ জহিরুল ইসলাম এর কম্পিউটার অপারেটর পদে যোগদান

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম গত ০৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে কম্পিউটার অপারেটর পদে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে যোগদান করেন। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা- পটুয়াখালী সদর উপজেলার চর-জৈনকাঠী গ্রামে। তিনি ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ গগন সিকদার, মাতা, মোসাঃ মনোয়ারা বেগম। তিনি জৈনকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত, জৈনকাঠী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাশের পর ধরান্দী কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ২০১০ সালে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ২০১৪ সালে পটুয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে বিএসসি (অনার্স) ও একই কলেজ থেকে ২০১৫ সালে গণিত বিষয়ে এমএসসি সম্পন্ন করে, ২০১৬ সালে তিনি কম্পিউটার ও সার্টলিপিতে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। জনাব মোঃ জহিরুল ইসলামের যোগদানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হলো।

সাক্ষরতা ও বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা

-এস কে. এ. আলীম
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
বাগেরহাট

সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা : ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে বাংলাদেশ বদ্ধ পরিকর। এর অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষায় ন্যায্যতা ও একীভূততা অর্জনের পাশাপাশি জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করা। নিম্নে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:-

(ক) সময়ের মূল্য : সময়ের মূল্যে জাতি সমৃদ্ধ হয়। আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছর ধরে নিয়ে হিসাব করে দেখা গেছে প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘন্টা ঘুমিয়ে ৬০ বছরের জীবনে ২০ বছর শুধু ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি। এভাবে জীবনের অন্যান্য ব্যয়িত সময় বাদ দিলে কর্মময় জীবন থাকে মাত্র কয়েক বছর। সময়ের সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(খ) জাতি ও সমাজ গঠনে : সাক্ষরতার অভাবে একটি জাতি যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি একটি দেশ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে পারে না। আমাদের সমাজের বিরাট একটি অংশ এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতাকে তারা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এবং এটিকে সমাজের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে। নিজেদের ভাগ্য বা কপালকে দায়ী ও দোষারোপ করে তারা পিছিয়ে পড়ে আছে। এদেরকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়োজন 'সাক্ষরতা'।

(গ) যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে : সাক্ষরতা আধুনিক যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম। কারণ আধুনিক বিশ্বের উন্নত জীবন যাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন অঙ্গন ও পর্যায় থেকে যে সকল আহবান বা বার্তাগুলো দেয়া হয়ে থাকে, সাক্ষরতার অভাবে একটি বিরাট অংশের কাছে তা পৌঁছে না।

(ঘ) কৃষক ও শ্রমিকের জন্য : আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া ও প্রতিযোগিতা চলছে, তার সুফল ভোগ করতে গেলে সাক্ষরতা প্রয়োজন। তাই যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে কৃষক ও শ্রমিককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত হতে হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন সাক্ষরতা।

(ঙ) মানবসম্পদ ও মানব-ভার : শিক্ষাহীন জীবন কোনো পরিপূর্ণ জীবন নয়। শিক্ষাহীন জীবন হলো সমাজের একটি বোঝা। সাক্ষরতা এই শ্রেণির মানুষকে আত্মনির্ভরশীল বা স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে সমাজের এই বোঝাকে হালকা করে। PLCEHD প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার মত এমন শত সহস্র নজির মাঠ পর্যায়ে রয়েছে। অর্থাৎ সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে মানব-ভারকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

(চ) ডিজিটাল বাংলাদেশ ও সাক্ষরতা : বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক আধুনিক উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উন্নয়নের মহাসড়ক নির্মাণ করেছে। আমাদের দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠী সে মহাসড়কের উপর পাহাড়ের ন্যায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে আধুনিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকতা কোন যন্ত্র বা শক্তি দিয়ে অপসারণ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সাক্ষরতা কর্মসূচি। নিরক্ষর এ জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তুলতে পারলে, মহাসড়কের উপর পাহাড়ের ন্যায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অপসারিত হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সে নির্ধারিত লক্ষ্যে। তবেই পূরণ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা : ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু তার 'দ্বিতীয় বিপবের' ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা' গড়তে হলে আমার 'সোনার মানুষ' চাই। নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করে প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করতে না পারলে, সোনার মানুষ গড়া যাবে না। বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্যে প্রমাণিত হয়, শিক্ষা ব্যতীত কোন একটি রাষ্ট্রের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপক্কতা আসে না এবং মানুষের মানবিক মানদন্ডকে শিক্ষা দিয়ে বিচার করা হয়। বিভিন্ন মনীষীদের শিক্ষা ভাবনার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা ভাবনার পার্থক্য হলো, তিনি শিক্ষাকে এমন সম্পদ হিসেবে দেখেছিলেন যা মানুষের মানবিক ও আত্মিক বিষয়গুলোর উন্নতি করবে।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ব্যবস্থা : স্বাধীনতার পূর্বকালে স্বল্পসংখ্যক লোকের শিক্ষার সুযোগ ছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় করণের ঘোষণাদেন এবং ২০১৩ সালে ২৬১৯৩ টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয় করণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করছেন। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তাছাড়া ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। যেখানে "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা"র কথা বলা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ব্যবস্থা : বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষা খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করেন। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং ২০১৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ও ২০১৭ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। এছাড়া তিনি আধুনিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে 'ভিশন ২০২১' শীর্ষক লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে পর্যায়ক্রমে ল্যাপটপ প্রদান, ইন্টারনেট সংযোগ ও মাল্টিমিডিয়া চালু করে আইসিটি বেইজড শ্রেণিকক্ষ চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা সংক্রান্ত অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন- 'মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক' এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বলেছেন- 'অস্ত্র নয়, শিক্ষায় বিনিয়োগ করুন।'

সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুপারিশ

ডিজিটাল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : সমাজের বোঝা হিসেবে চিহ্নিত মানুষ গুলোর মধ্যে কেউ অলসতার কারণে আবার অনেকে জীবন জীবিকার অন্বেষণে সময়ের অভাবে, কেউ বা দূরত্বের কারণে, কেউ বা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে লজ্জার কারণে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বা শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যারা যান তাদের নিকট আবার শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দুর্বোধ্য হওয়ায় তারাও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ঝরে পড়েন। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যদি আধুনিক বা ডিজিটাল হয় এবং কেন্দ্র যদি ঐ সকল মানুষের দোর গোড়ায় চলে যায় তাহলে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বা শিক্ষা গ্রহণ করতে অবশ্যই আগ্রহী হবে। তাই ভ্রাম্যমান ডিজিটাল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করলে অর্থ ব্যয় কম হবে এবং সাক্ষরতা কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হবে।

পরিশেষে : বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশ। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এটা অনুভব করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা।

**“মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
দূর করবো নিরক্ষরতার অভিশাপ”**

**শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ**

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ রিপন কবির লস্কর
উপ-পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও লজি:)

মোঃ জহুরুল হক
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মোহাম্মদ খালেদ
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও লজি:)

ড. মোছা: ফাহমিদা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

ফরিদা ইয়াসমিন
লাইব্রেরিয়ান

কম্পিউটার সহযোগিতা মো: মোস্তাফিজুর রহমান
লাইব্রেরি সহকারী

গ্রাফিক্স সহযোগিতা অসীম কুমার সরকার
অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান

প্রচ্ছদ ফরিদা ইয়াসমিন
লাইব্রেরিয়ান

মুদ্রণ সিদ্দিক প্রিন্টার্স

প্রকাশক ও স্বত্ব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
২৩২/১ তেজগাঁও, ঢাকা।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।